সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৭

(ড্রাফট)

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ড্রাফট প্রণয়ন: ড. উত্তম কুমার দাশ
উপসচিব
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশনা: সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মূদ্রণ:

প্রচ্ছদ:

আর্থিক সহযোগিতা: এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

গুণগত গবেষণা ফলাফলের প্রয়োগ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশই গুণগত গবেষণার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করার কারণে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী, জননেত্রী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার শেখ হাসিনা সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নে গুণগত গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-৭৮)। উক্ত দলিলে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামাজিকবিজ্ঞানসমূহের গবেষণার উন্নয়ন এবং সমন্বয়সাধন, সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনার জন্য গবেষণালব্দ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যসমূহ হলো- ১. সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের গবেষণা চাহিদা চিহ্নিত করা এবং কার্যক্রমভিত্তিক এবং সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়ন করা; ২. জাতীয়, আঞ্চলিক এবং সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গঠনে গবেষণা পরিচালনা করা; ৩. গবেষণা ফলাফলের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণকারী এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা; এবং ৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের উন্নয়ন করা।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ প্রতিষ্ঠানটি উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে পাঁচ ধরনের গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ কর্মসূচিগুলো হলো প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ, প্রাতিষ্ঠানিক, এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি নতুন গবেষক তৈরিতেও গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করে আসছে। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে নতুন গবেষক তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলফল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত সমস্যার মূল উৎপাটনে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে।

প্রতিষ্ঠানটি কতগুলো পর্যায় অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম গুণগত করার প্রয়াস নিয়ে থাকে। এই পর্যায়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো গবেষণার জন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাইকরণ, গবেষণা কার্যক্রম পরীবিক্ষণ এবং গবেষণা মূল্যায়ন। এই কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী। এই নীতিমালাটি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক গবেষণা মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি নামে প্রকাশিত এবং এটি ২০১১ সালে তৃতীয় সংস্করণ করা হয়। সময়ের চাহিদা, গবেষণা পরিচালনায় প্রচলিত নীতিমালার দুর্বলতা, প্রকাশনা এবং গবেষণা ফলাফল বিস্তরণগত সমস্যা প্রভৃতি কারণে নীতিমালাটি পরিমার্জনের প্রয়োজনীতা অনুভূত হয়। পরবর্তি সময়ে প্রচলিত নীতিমালাটি পর্যালোচনা, উন্নয়ন এবং চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সভা এবং ওয়ার্কসপ পরিচালনা করে চূড়ান্ত করা হয়। পরিমার্জিত এই নীতিমালাটি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭ নামে পরিচিত এবং এটি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর হতে কার্যকর হবে।

নীতিমালাটি পরিমার্জনে পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ফোলোশিপ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত মেধাশ্রম ও প্রজ্ঞার সর্বোত্তম ব্যবহারে এই পূর্নাঙ্গ নীতিমালাটি প্রণীত হয়েছে। আমি নীতি প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রত্যাশা করছি এই নীতিমালার প্রয়োগ গুণগত গবেষণায় সহায়ক হবে এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা
ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১৭খ্রি.

(আ হ ম মুস্তফা কামাল)
এফসিএ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ পাঁচ ধরনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রোমোশনাল, এমফিল, পিএইচডি, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক মঞ্জুরীপ্রদান করে থাকে। এই আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত গবেষণামঞ্জুরী প্রদান নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিধিবদ্ধভাবে পরিচালনা করে, যা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বুকলেট আকারে প্রকাশিত। এই প্রকাশিত আর্থিক মঞ্জুরী তিনবার সংস্করণ করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণটি মার্চ,২০০৫ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণটি জানুয়ারী, ২০০৭ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল অক্টোবর ২০১১ সালে যা ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

প্রচলিত এই নীতিমালাটি সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার মান উন্নয়ন এবং নীতি-পরিকল্পনায় কার্যকর অবদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পরিমার্জন ও সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ গত ০৫ জুন ২০১৬খ্রি. তারিখে একটি কর্মশালার সম্পন্ন করে। এ কর্মশালায় নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, নীতি প্রণয়নে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ছিল। এ কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের মতামত এবং প্রচলিত মঞ্জুরী প্রদান নীতিমালা পর্যালোচনার প্রতিবেদন এর ওপর ভিত্তি করে প্রচলিত নীতিমালাটির পরিমার্জন করা হয়।

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের দীর্ঘ পথযাত্রায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৫৪৯টি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা প্রকাশনা বিস্তরণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করতে পারে নি। প্রচালিত নীতিমালা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকায় প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে গুণগত গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে নীতিমালা পরিমার্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকাগত দিকের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিমার্জিত নীতিমালাটি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল - ২০১৭ নামে প্রকাশিত। এ নীতিমালা অনুমোনলাভের পর হতেই ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এই নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। পরিমার্জিত এই নীতিমালাটি একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়েকটি ধাপে প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটিতে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই সংশ্লিষ্ট নীতি ও কর্মকৌশল বিধৃত রয়েছে। প্রত্যাশা করছি এই নীতিমালাটি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা পরিচালনা এবং জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(মো: জিয়াউল ইসলাম)
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১৭খ্রি.

বিষয়সূচি

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
	মুখবন্ধ	i
	প্রসঙ্গকথা	ii
১.	ভূমিকা	১
২.	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ	২
৩.	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যসমূহ	২
৪.	ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা ও কৌশল	৩
৫.	গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের নীতি ও কৌশল	৪
৬.	গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণ নীতি ও কৌশল	৪
৭.	গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণ	৫
৮.	মঞ্জুরী প্রদান ক্ষেত্র	৬
৯.	প্রোমোশনাল গবেষণা	৬
১০.	ফেলোশিপ গবেষণা	৭
১১.	এমফিল/এমএস প্রোগ্রাম	৯
১২.	পিএইচডি প্রোগ্রাম	১০
১৩.	প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা	১০
১৪.	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ	১২
১৫.	গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন	১২
১৬.	গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩
১৭.	গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন	১৩
১৮.	ওয়ার্কসপ এবং সেমিনার পরিচালনার নিয়ম-নীতি	১৩
১৯.	গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান ও জমা প্রদানে ব্যর্থতা	১৪
২০.	মূল্যায়ন নীতিমালা	১৪
২১.	গবেষণা মঞ্জুরী সঞ্চালন প্রক্রিয়া	১৫
২২.	গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগ	১৫
২৩.	গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা	১৫
২৪.	প্রকাশিত গবেষণা বাজারজাতকরণ	১৫
২৫.	প্রকাশিত ও অপ্রাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ	১৫
২৬.	নীতিমালার প্রভাব মূল্যায়ন	১৫
	উপসংহার	১৫
	পরিশিষ্ট (সংযোজনী: ১-১০)	১৬-৩২

১.ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতালাভ করে। স্বাধীনতালাভের পূর্বে এ দেশটি ছিল ২৪ বছর পাকিস্তানের শাসনাধীন এবং প্রায় দুইশত বছর বৃটিশের অধীন। এই দুই শাসন ও শোষণের নানামুখী প্রভাব এ দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে সৃষ্টি করেছে নানামুখী শৃঙ্খলিত সমস্যা। দারিদ্র্য, জনসংখ্যা সমস্যা, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা প্রভৃতি অর্থ-সামাজিক সমস্যার শেকর তাই ইতিহাসের অনেক গভীরে। এ উপলব্ধি থেকে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (এসএসআরসি) রূপরেখা প্রণীত হয়।[১] এ রূপরেখায় এসএসআরসির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনা সুস্পষ্ট করা হয়।

পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঁচটি ক্যাটাগরীতে গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের একটি মৌলিক সমস্যা বহু সমস্যার জন্মদাতাও। বাল্যবিবাহ, অপুষ্টি, নারী ও শিশু নির্যাতন, বস্তি সমস্যা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, প্রবীণ সমস্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, হরতাল, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস প্রভৃতি মূল সমস্যারই সৃষ্ট সমস্যা। আজ বাংলাদেশে মৌলিক সমস্যার তীব্রতা যেমন দারিদ্র্য অনেকটা ক্রমহ্রাসমান। অন্যদিকে কৃষিতে এ দেশ আজ বিপ্লব ঘটিয়েছে। শিক্ষায় অনেকটা পথ এগিয়েছে। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। পাশাপাশি প্রযুক্তির পথে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। এসব সাফল্যের মূলে রয়েছে গবেষণালব্দ জ্ঞানভিত্তিক সময়োপযোগি পদক্ষেপ। তবে আর্থ-সামাজিক জীবনের বহুসমস্যার শেকরে এখনও আমরা পৌঁছাতে পারি নি। এসব সমস্যাসমূহ বহু শৃঙ্খলিত সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই এ দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানমূলক সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় সুস্পষ্ট নীতি। আর এই নীতির প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনায়। ক্ষেত্রভিত্তিক সুস্পষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাই এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যভূত (targeted) জনগোষ্ঠির উন্নয়নে কার্যকর কার্যক্রম ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করে। সুতরাং যেকোনো নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন উক্ত বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসব সামাজিক গবেষণার ফলাফলই সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। আবার পরিকল্পনার ফলাফল মূল্যায়নের জন্যও গবেষণা ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ দেশের সমস্যাকেন্দ্রিক, নীতিকেন্দ্রিক এবং কার্যক্রম কেন্দ্রিক গবেষণা পরিচালনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সামাজিকবিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে নিম্নেক্ত উদ্দেশ্য[২] সাধনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

১.**First Five Year Plan (1st FYP 1973-78), Nov 1973, Page 487-89, Planning Commission**

২. Book let, Social Science Research Council Bangladesh (1978, 1981 and 1991), Ministry of Planning, Planning Division, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-15;

২. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

২.১ সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের গবেষণা চাহিদা চিহ্নিত করা এবং কার্যক্রমভিত্তিক এবং সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়ন করা;

২.২ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিস্তরণ করা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও সমষ্টি উন্নয়নে এসব গবেষণার ফলাফল ব্যবহারে সহায়তা করা;

২.৩ জাতীয়, আঞ্চলিক এবং সমষ্টি উন্নয়নের (community development) লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গঠনে গবেষণা পরিচালনা করা;

২.৪ গবেষণালব্ধ ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণকারী এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা;

২.৫ পরিকল্পনাবিদ, নীতি প্রণয়নকারী এবং প্রশাসকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও গবেষণালব্ধ তথ্য বিস্তরণের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করা;

২.৬ সামাজিকবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৭ সামাজিকবিজ্ঞানে প্রয়োগিত আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করা;

২.৮ বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নে কর্মশালা, সেমিনার এবং কনফারেন্সের আয়োজন করা।

৩. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যসমূহ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে প্রোমোশনাল, এমফিল, পিএইচডি, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করে থাকে। এই আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি[১] অনুযায়ী বিধিবদ্ধভাবে পরিচালনা করে, যা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বুকলেট আকারে প্রকাশিত। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এ বুকলেটটি" সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি" শিরোণামে পরিচিত। এটি তিনবার সংস্করণ (২০০৫, ২০০৭ এবং ২০১১) করা হয়েছে। এই নীতিমালাটি সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার মান উন্নয়ন, নীতি প্রণয়ন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর অবদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পরিমার্জন ও সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ৫জুন, ২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি কর্মশালা সম্পন্ন করে। এ কর্মশালায় নীতি প্রনয়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, নীতি প্রণয়নে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ছিল। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত এবং গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান নীতিমালা পর্যালোচনা প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত নীতিমালা পরিমার্জন করা হয়।

পরিমার্জিত এ নীতিমালাটি 'সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল -২০১৭' নামে প্রকাশিত। এই নীতিমালায় নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ, ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা, মঞ্জুরী প্রদান ক্ষেত্র, গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিবীক্ষণ, গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত নীতি উপস্থাপিত হয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ :

৩.১. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ এবং এসডিজি (**SDGs**) পূরণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রভিত্তিক তথ্য গ্যাপ চিহ্নিতকরণ এবং চাহিদা যাচাই সমীক্ষা সম্পর্কিত ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

৩.২. নিয়মিত বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনা করা;
৩.৩. নীতি প্রণয়নকারী, পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসকের সাথে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তারত করা;
৩.৪. দক্ষ সমাজগবেষক তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা ও কৌশল (Area wise Policies and Strategies)

৪.১ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন (Selection of the Research Area):

৪.১.১ **নীতি:** গবেষণা ক্ষেত্র আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট হবে এবং গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৪.২. **কৌশল:**

৪.২.১ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিধৃত অগ্রাধিকার পূরণ সম্পর্কিত হতে হবে;

৪.২.২ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রয়োজন অনুযায়ী এসডিজি/ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সহায়ক সমীক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

৪.২.৩ একটি **বিশেষজ্ঞ গবেষক দলের মাধ্যমে** প্রতিবছর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চূড়ান্ত করতে হবে। অথবা ক্ষেত্রভিত্তিক চাহিদা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন করা হবে।

৪.২.৪ বিশেষজ্ঞ গবেষক দলের সদস্য নির্বাচনে সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন /বর্তমান শিক্ষক যারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, সরকারি কর্মকর্তা প্রাক্তন/বর্তমান যাদের পিএইচডি ডিগ্রী রয়েছে, অথেনটিক /আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা রয়েছে এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন; গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত গবেষক, যাঁদের গবেষক হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। তাছাড়া যারা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে (জিইডি এবং পরিকলপনা কমিশনের কর্মকর্তা) সম্পৃক্ত তাছড়াও এই বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য হবেন। এসএসআরসির সহকারী পরিচালক এই বিশেষজ্ঞ দলের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।

৪.২.৫ এই বিশেষজ্ঞ দলে মোট ১৬ জন সদস্য সম্পৃক্ত থাকবেন। ৮ জন বিশেষজ্ঞ, ৪ জন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সদস্য, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব এবং ১ জন সমন্বয়ক (সহকারী পরিচালক, এসএসআরসি)।

৪.২.৬ বিশেষজ্ঞ প্যানেল গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে সরকারি স্বার্থ পূরণে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন, সংযোজন এবং বিয়োজন করতে পারবে।

৫. গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের নীতি ও কৌশল (Policies and Strategies for Research Proposal Advertisement):

৫.১ নীতি: গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান অর্থ-বছর শুরুর পূর্বেই দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৫.২ কৌশল:

৫.২.১ গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান প্রতি বছর এপ্রিল মাসে করতে হবে;

৫.২.১ গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচারিত ন্যূনতম ২টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

৫.২.২ এসএসআরসির ওয়েব সাইটেও এ বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ থাকবে;

৫.২.৩ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নির্ধারিত সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞাপনের কপি প্রেরণ করতে হবে;

৫.২.৪ বিজ্ঞাপনে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানে নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখপূর্বক, প্রস্তাবনা উপস্থাপনের ছক উল্লেখ করতে হবে;

৫.২.৫ গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানে বিভিন্ন ক্যাটগরির বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

৬. গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণ নীতি ও কৌশল (Policies and Strategies of Research Proposal Selection):

(প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা)

৬.১. **নীতি:** প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশল অনুসরণ করতে হবে।

৬.২. **কৌশল:**

৬.২.১ গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণে ক্ষেত্রভিত্তিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। মূল্যায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৩জন প্রতিষ্ঠিত গবেষক, পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত ২জন কর্মকর্তা, গবেষণা বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন;

৬.২.২ প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক বাছাইয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের (২৫-৩০ জনের) প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের সমন্বয়ে ওয়ার্কসপের আয়োজন করতে হবে। উক্ত ওয়ার্কসপে বিষয়সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দল গঠন করে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা প্রভৃতি নির্দেশক (Indicator) সেট করে মূল্যায়ন করতে হবে। এই নির্দেশক গুলোতে ওয়েটেজ দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। সকল ক্যাটাগরির গবেষণা প্রস্তাবনার ন্যূনতম উত্তীর্ণ নম্বর ২৫ নির্ধারণ করতে হবে। মূল্যায়ন ছক পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

৬.২.৩ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ সংশোধন, পরিমার্জন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে আরো ১/২টি ওয়ার্কসপের আয়োজন করতে হবে। এ ওয়ার্কসপে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক দল গঠন করে গবেষণা প্রস্তাবনার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে গবেষণা প্রস্তাবনা শুদ্ধ করতে হবে;

৬.২.৪ চূড়ান্ত এবং উন্নয়নকৃত গবেষণা প্রস্তাবনা ১/২টি ওয়ার্কসপের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষকদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দফতর/বিভাগ/পরিকল্পনা সেক্টরের প্রতিনিধি,

পরিকল্পনাবিদ এবং গবেষকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে হবে এবং তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ করতে হবে;

৬.২.৫ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাই পর্যায়ক্রমে গবেষণা মঞ্জুরী পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং স্টিয়ারিং কমিটিতে অনুমোদন নিতে হবে।

৬.২.৬ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ কেনো নির্বাচিত হল আর কেনো বাদ পড়ল তার কারণ উল্লেখ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৬.২.৭ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। বাৎসরিক বাজেট অনুযায়ী অগ্রাধিকার তালিকা হতে গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। অগ্রাধিকার তালিকা হতে যেসব নির্বাচিত গবেষণা বাৎসরিক বাজেটে আর্থিক মঞ্জুরী সংকুলান হবে না তা পরবর্তী বছরের গবেষণা প্রস্তাবনার চাহিদা অনুযায়ী অর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে।

৭. গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণঃ (এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনা)

৭.১ঃ নীতিঃ এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৭.২. কৌশলঃ

৭.২.১ এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২জন প্রতিষ্ঠিত গবেষক এবং দুইজন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ১জন সমন্বয়ক থাকবে।

৭.২.২ এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনা অবশ্যই সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নির্ধারিত গবেষণা ক্ষেত্রের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৭.২.৩ গবেষকের গবেষণা প্রস্তাবনা (পিএইচডি) অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টেশন প্রাপ্ত হতে হবে এবং এমফিল এর ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টেশন প্রাপ্ত হতে হবে।

৭.২.৪ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত যেসব গবেষণার বিপরীতে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ মঞ্জুরী রয়েছে সেসব গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ অর্থ মঞ্জুরী করবে না। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে মঞ্জুরী পেয়েছে কিনা বিষয়টি তার আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

৭.২.৫ গবেষণা প্রস্তাবনা এসএসআরসি কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব আহবানের সময়কালের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে। গবেষণা চলছে কিংবা সমাপ্ত পর্যায়ে সেসব গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরিতে কোনো অর্থ মঞ্জুরী প্রদান করা হবে না।

৭.২.৬ এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণার প্রস্তাবনা গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা প্রভৃতি নির্দেশক বা ইনডিকেটর সেট করে মূল্যায়ন করতে হবে। এই ইনডিকেটর (গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা) গুলোতে ওয়েটেজ দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। সকল ক্যাটাগরির গবেষণা প্রস্তাবনার ন্যূনতম সাফল্য নম্বর ২৫ নির্ধারণ করতে হবে। মূল্যায়ন ছক পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

৮.মঞ্জুরীপ্রদান ক্ষেত্রঃ

৮.১ নীতিঃ পাঁচ ধরনের গবেষণা ক্ষেত্র ও গবষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করবে।

৮.২. কৌশলঃ

পাঁচ ধরনের ক্ষেত্রে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান করে থাকে। মঞ্জুরী প্রদানের এ ক্ষেত্রসমূহ হলো- প্রোমোশনাল গবেষণা, ফেলোশিপ গবেষণা, এমফিল/এমএস প্রোগ্রাম, পিএইচডি প্রোগ্রাম এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

৯. প্রোমোশনাল গবেষণাঃ

৯.১. নীতিঃ নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৯.২. কৌশলঃ

৯.২.১ ধারণা: সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে গবেষণা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তরুণ গবেষক তৈরিই এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য।

৯.২.২ প্রতি বছরে প্রাপ্ত এ ধরনের গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে প্রতি বছরের বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। তবে আর্থিক সীমা অতিক্রম করলে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা পরবর্তী বছরের জন্য প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে।

৯.২.৩ প্যানেলভুক্ত গবেষক ও গবেষণা প্রস্তাবনা গবেষককে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে;

৯.২.৪ গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়নে প্রস্তাবনার মানের নম্বরের সাথে গবেষকের অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত সুনির্দিষ্ট ইনডিকেটর এবং নম্বর প্রতিস্থাপন করে সর্বমোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে;

৯.২.৫ গবেষকের যোগ্যতা: ১. এ গবেষণায় সম্পৃক্ত গবেষকের বয়স হবে অনুর্ধ্ব ৪০ বছর; ২. গবেষককে হতে হবে তরুণ শিক্ষক, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, ডাক্তার, পরিকল্পনাবিদ অথবা উন্নয়নকর্মী; ৩. গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহ যেমন, সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকর্ম/ অর্থনীতি/ রাস্ট্রবিজ্ঞান/ নৃবিজ্ঞান/ লোকপ্রশাসন/ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা/ নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা/ কমিউনিটি মেডিসিন/ পরিবেশ বিজ্ঞান/ পাবলিক হেলথ/ মানসিক স্বাস্থ্য/ শিক্ষাবিজ্ঞান/ জনমিতি বিজ্ঞান/পপুলেশন সায়েন্স/ উমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, অপরাধ বিজ্ঞান/জড়াবিজ্ঞান/ ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। ৪. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জ্ঞান, দক্ষতা এবং কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে থিসিস গ্রুপের স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ওপর টার্ম পেপার/এসাইনমেন্ট জ্ঞান, দক্ষতা হিসেবে গণ্য হবে)। ৬. গবেষকের উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের ওপর কমপক্ষে স্নাতক/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্নাতোক্তর (এমএ/এমএসএস/এমকম/ এমবিবিএস/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং) থাকতে হবে;

৯.২.৬ গবেষণা মঞ্জুরীর পরিমান ও গবেষণা কার্যকাল: সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা মাত্র। গবেষণা কার্যক্রম শুরু হতে সর্বোচ্চ সীমা ১ বছর পর্যন্ত। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক মঞ্জুরী গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই কমিটি নির্ধারণ করবে। গবেষণা মঞ্জুরীর অর্থ দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তি (৪০%) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কসপ প্রদানের শেষে অন্য কিস্তিটি (৬০%) চূড়ান্তভাবে জমাদান ও মূল্যায়ন রিপোর্টে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পড়ে।

৯.২.৭ প্রোমোশনাল গবেষণা পরিচালনা সামাজিকবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ গবেষক শিক্ষক বা যোগ্যতা সম্পন্ন (পিএইচডি ডিগ্রিধারী সরকারি

কর্মকর্তা বা গবেষণা কর্মে দক্ষ কর্মকর্তার অধীন পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে তারা তত্ত্বাবধায়ক এবং সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ পারেন এবং এসএসআরসি নির্ধারিত হরে সম্মানী পাবেন।

৯.২.৮ যেসব গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রোমোশনাল গবেষণা পরিচালনার জন্য যোগ্য প্রশিক্ষণার্থীর অনধিক ৫টি গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিতে পারেন এবং পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে পারেন। তত্ত্বাবধায়কগণ এসএসআরসির নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সম্মানী পাবেন।

৯.২.৯ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার জন্য ছোট পরিসরে (১৫-২০ জন) প্রাসঙ্গিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে একটি সেমিনার/ওয়ার্কসপ এবং গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি সেমিনার/ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়ার্কসপ ব্যয় মঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যয়ের একটি বাজেট নক্সা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ সরবরাহ করবে।

৯.২.১০ এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ কার্যক্রম এবং রিপোর্ট প্রণয়ন গবেষক নিজেই পরিচালনা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা সহকারী নিয়োগ করতে পারবেন।

৯.২.১১ গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগ এর মনোনীত যে কোনো কর্মকর্তা এ কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন। এ মনিটরিং ব্যয়ের যাবতীয় খরচ সরকারি খাত হতে নির্বাহ হবে।

৯.২.১২ কোনো প্রোমোশনাল গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরী একবারের অধিক গ্রহণ করতে পারবেন না।

৯.২.১৩ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরীকৃত অর্থ ফেরত দানে বাধ্য থাকতে হবে।

৯.২.১৪ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষকের এবং জামানতকারীর সাথে চুক্তি পত্র করতে হবে। চুক্তি পত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে।

৯.২.১৫ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রংগীন প্রিন্ট করে জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডি জমা প্রদান করতে হবে।

৯.২.১৬ প্রোমোশনাল গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়নে অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ ও পুরস্কার (১০,০০০.০০ টাকার চেক) প্রদান করা হবে। যা একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

১০.ফেলোশিপ গবেষণা:

১০.১. নীতি: নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ৬ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১০.২ কৌশল:

১০.২.১ ধারণা: আর্থ-সামজিক ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানমূলক পরিচালিত গবেষণাই এ প্রকৃতির গবেষণা।

১০.২.২ প্রতি বছরে প্রাপ্ত এ ধরনের গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। তবে আর্থিক সীমা অতিক্রম করলে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা পরবর্তী বছরের জন্য প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে এবং চাহিদানুযায়ী বাছাই প্রক্রিয়ায় আনতে হবে।

১০.২.৩ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সামাজিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক হতে হবে। গবেষকের বিষয়সংশ্লিষ্ট অথেনটিক আন্তর্জাতিক/ দেশীয় জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা

পেপার থাকতে হবে। গবেষকের অধীন এমফিল/ এমএস/ পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এমন যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে। গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহ যেমন, সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকর্ম/ অর্থনীতি/ রাস্ট্রবিজ্ঞান/ নৃবিজ্ঞান/ লোকপ্রশাসন/ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা/ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা/ কমিউনিটি মেডিসিন/ পরিবেশ বিজ্ঞান/ পাবলিক হেলথ/ মানসিক স্বাস্থ্য/ শিক্ষাবিজ্ঞান/ জেন্ডার স্টাডিজ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। এ ধরনের গবেষণায় গবেষকের এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রী/ অথবা গবেষণা কার্যক্রমের সাথে কমপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের বেলায় যাদের পিএইচডি/এমফিল ডিগ্রি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা শিথিলযোগ্য।

১০.২.৪ গবেষণা মঞ্জুরীর পরিমান ও গবেষণা কার্যকাল: সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ টাকা এবং শুরু হতে ২ বছর পর্যন্ত। গবেষণার জন্য অর্থিক মঞ্জুরী গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই কমিটি গবেষণা পদ্ধতি পরিচালনার ওপর বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করবেন। গবেষণা মঞ্জুরীর অর্থ দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথমটি (৩০%) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কসপ প্রদানের শেষে অন্যটি (৭০%) চূড়ান্তভাবে জমাদান এবং মূল্যায়ন রিপোর্টের পরে।

১০.২.৫ এ ধরনের গবেষণা পরিচালনায় গবেষককে স্বাধীনভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১০.২.৬ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাঝ পর্যায়ে ছোট পরিসরে গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণকারী উপস্থিতিতে (২০-২৫ জন) একটি ওয়ার্কসপ এবং গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্বে একটি ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়ার্কসপ ব্যয় মঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যয়ের একটি বাজেট নক্সা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ সরবরাহ করবে।

১০.২.৭ এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ কার্যক্রম এবং রিপোর্ট প্রণয়ন পর্যন্ত গবেষক দক্ষ অনুসন্ধানী, নিয়োগ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

১০.২.৮ গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো পর্যায়ে পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ ও যোগ্য যে কোনো কর্মকর্তা এ কার্যক্রম মনিটরিং করবেন। এ মনিটরিং ব্যয়ের যাবতীয় খরচ সরকারি খাত হতে নির্বাহ হবে।

১০.২.৯ ফেলোশিপ গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরী একটি চলাকালীন আর একটির জন্য আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না।

১০.২.১০ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে গবেষকের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরীকৃত অর্থ ফেরতদানে বাধ্য থাকতে হবে।

১০.২.১১ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক ও ও জামানতকারীর সাথে চুক্তি পত্র করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে।

১০.২.১২ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রংগীন প্রিন্ট জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডি জমা প্রদান করতে হবে।

১০.২.১৩ ফেলোশিপ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ ও পুরস্কার (১০,০০০.০০ টাকার চেক) প্রদান করা হবে। যা একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

১১. এমফিল/এমএস প্রোগ্রামঃ

১১.১. নীতিঃ নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১১.২ কৌশলঃ

১১.২.১ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এমফিল/এমএস রেজিস্ট্রেশনলাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত তত্ত্বধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়েছেন কেবল তারাই এ প্রকৃতির আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১১.২.২ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে অবশ্যই সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ডাক্তার, পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন কর্মী এবং সংবাদকর্মী হতে হবে।

১১.২.৩ এ প্রকৃতির গবেষণা মঞ্জুরীর পরিমান সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা। দুটি কিস্তিতে এ টাকা তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তি (৪০%) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ে এবং অন্যটি (৬০%) চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পরে।

১১.২.৪ এ প্রকৃতির গবেষণা পরিচালনার শেষ পর্যায়ে একটি ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়ার্কসপের ব্যয় মঞ্জুরীকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে।

১১.২.৫ গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগ/ কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন।

১১.২.৬ এ গবেষণা কার্যক্রম গবেষক নিজেই তার মূল তত্ত্বাবধায়কের সম্মতিতে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন।

১১.২.৭ এমফিল/এমএস গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরী একটি চলাকালীন আর একটির জন্য (অন্য প্রকৃতির যেমন প্রোমোশনাল/ ফেলোশিপ/ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা) আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না। তবে গবেষণা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং ওয়ার্কসপে উপস্থাপন করেছেন সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার আবেদন করতে পারবেন।

১১.২.৮ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরীকৃত অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকতে হবে।

১১.২.৯ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক এবং জামানতকারীর সাথে চুক্তিপত্র করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে।

১১.২.১০ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। তবে এক কপি রঙ্গিন প্রিন্ট জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডি জমা প্রদান করতে হবে। গবেষণার সার সংক্ষেপ আরাদাভাবে সফট এবং হার্ড কপি জমা প্রদান করতে হবে।

১১.২.১১ এমফিল/এমএস গবেষণা পিএইচডিতে রূপান্তরিত করা হলে আগেই এসএসআরসিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জ্ঞাত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চুক্তি পত্র পরিবর্তন করতে হবে।

১১.২.১২ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ ও পুরস্কার (১০,০০০.০০ টাকার চেক) প্রদান করা হবে। একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ চেক প্রদান করা হবে।

১২. পিএইচডি প্রোগ্রামঃ

১২.১. নীতিঃ নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১২.২. কৌশলঃ

১২.২.১ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনলাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত তত্ত্বধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়েছেন কেবল তারাই এ প্রকৃতির মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১২.২.২ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্নাতোকত্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন কর্মী এবং সংবাদকর্মী হতে হবে।

১২.২.৩ এ প্রকৃতির গবেষণা মঞ্জুরীর পরিমান সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা। দুটি কিস্তিতে এ টাকা তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। একটি কিস্তি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ে (৪০%) এবং অন্যটি (৬০%) চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পরে।

১২.২.৪ এ প্রকৃতির গবেষণা পরিচালনার শেষ পর্যায়ে একটি ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়াকর্সপের ব্যয় মঞ্জুরীকৃত অর্থ হতে গবেষক সঞ্চালন করবেন।

১২.২.৫ গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন।

১২.২.৬ এ গবেষণা কার্যক্রম গবেষক নিজেই স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন।

১২.২.৭ পিএইচডি গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরী একটি চলাকালীন আর একটির জন্য (ফেলোশিপ/ প্রাতিষ্ঠানিক, প্রোমোশনাল) আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না।

১২.২.৮ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু কওে নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরীকৃত অর্থ ফেরত দানে বাধ্য থাকতে হবে।

১২.২.৯ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক ও জামানতকারীর সাথে চুক্তিপত্র করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে।

১২.২.১০ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রঙ্গিণ প্রিন্ট এবং এর সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১২.২.১১ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ ও পুরস্কার (১০,০০০.০০ টাকার চেক) প্রদান করা হবে। একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাঃ

১৩.১. নীতিঃ নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ৮ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৩.২. কৌশলঃ

১৩.২.১ সাধারণ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজের বিভাগ, সরকারি কলেজের বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত বেসরকারি সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।

১৩.২.২ এসব প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই জাতীয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

১৩.২.৩ এসব প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক/ বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা (বিডিপি)-২১০০ অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

১৩.২.৪ এসব প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই একটা সুসংবদ্ধ কাঠামো থাকতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান থাকতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ জনবল থাকতে হবে।

১৩.২.৫ এসব প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য আর্থিক মঞ্জুরীর আবেদনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে অবশ্যই উপর্যুক্ত শর্ত ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত গবেষক অর্থাৎ যাদের পিএইচডি/এমফিল/এমএস কিংবা দীর্ঘকালীন গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা, প্রতিষ্ঠানিক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন রয়েছে এমন দক্ষজনবল কাঠামো থাকতে হবে।

১৩.২.৬ গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক যোগ্য মনোনীত প্রতিনিধি/প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে হবে। উক্ত প্রতিনিধি/প্রতিনিধি দলের প্রদানকৃত একটি প্রত্যয়ন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রমানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা মঞ্জুরীর আবেদনের সাথে জমা প্রদান করতে হবে।

১৩.২.৭ গবেষণা প্রস্তাবনা জমাদানে টিএনও/ জেলা প্রশাসকের একটি প্রত্যয়ন পত্র থাকতে হবে।

১৩.২.৮ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক গবেষণাটি পরিবীক্ষণ করাবেন।

১৩.২.৯ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য আর্থিক মঞ্জুরীর পরিমান সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। মঞ্জুরীকৃত এই অর্থ চারটি সমান কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। এই গবেষণা সম্পাদনের সময়কাল চুক্তি সম্পাদনের সময় হতে ২ বছর পর্যন্ত।

১৩.২.১০ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রস্তাবনা, গবেষণার মধ্য পর্যায় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনটি ওয়ার্কসপ পরিচালনা করতে হবে। এই ওয়ার্কসপের ব্যয় গবেষণার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ হতে পরিচালিত হবে। গবেষণা মঞ্জুরী প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানটিকে এতদসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক নিরীক্ষিত একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

১৩.২.১১ সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোনো সিডিউল ব্যাংক এর একাউন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্যাংক একাউন্ট প্রধান গবেষকের (দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে যিনি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সাথে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবেন) স্বাক্ষরে পরিচালিত হতে হবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১৩.২.১২ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ১০ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এক কপি রঙ্গিণ জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১৪. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণঃ

১৪.১. নীতিঃ নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে এবং নির্ধারিত কর্মকৌশল অবলম্বন করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৪.২. কৌশলঃ

১৪.২.১ সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেবল সেসব প্রতিষ্ঠান প্রদান করতে পারবে যেসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক রয়েছে/ দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক বাহির থেকে সংযুক্ত করেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

১৪.২.২ এসব প্রতিষ্ঠান হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের অধীন কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিভাগ, গবেষণা ইনস্টিটিউট বা সরকারি বা বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের কোনো বিভাগ;

১৪.২.৩ এসব প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নিজস্ব দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা অথবা দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

১৪.২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষকের বিস্তারিত তথ্য, প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল জমা প্রদান করতে হবে;

১৪.২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদানের পূর্বে এসএসআরসি কর্মকর্তা/প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার শর্ত পূরণ হলেই আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে;

১৪.২.৬ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ অর্থিক মঞ্জুরীর পরিমান সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা। এই মঞ্জুরীর অর্থ এককালীন/ দুটি ধাপে সমান কিস্তিতে প্রদান করা হবে;

১৪.২.৭ এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণার্থী প্রোমোশনাল গবেষণার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা এসএসআরসির নিয়ম-নীতি মেনে জমা দিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক/ অধ্যাপক তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সহযোগী তত্বাবধায়ক হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগের দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থাকবেন।

১৪.২.৮ এ প্রশিক্ষণ পরিচালনাকালীন এসএসআরসির মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ পরীবিক্ষণ করবেন এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন; এ ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সম্মানী মঞ্জুরীকৃত অর্থ হতে প্রদান করতে হবে;

১৪.২.৯ প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের ৫ কপি (বাঁধাইকৃত) এবং সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার এসএসআরসিতে জমা প্রদান করতে হবে;

১৫. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নঃ

১৫.১. মূল্যায়ন কমিটির গঠন: গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক একটি মূল্যায়ন প্যানেল প্রণয়ন করতে হবে। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্যানেলে সদস্য সংযোজিত করার ক্ষমতা এসএসআরসি সংরক্ষণ করবে। প্রতি বছর এই প্যানেলের সদস্য প্রয়োজনের তাগিদে এসএসআরসি সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে;

১৫.২. মূল্যায়নকারীর প্যানেল নির্বাচনে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদন থাকতে হবে।

১৫.৩. মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা: মূল্যায়ন কমিটির সদস্যকে অবশ্যই সামাজিক অনুষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত গবেষক/ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা, যাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা পেপার রয়েছে এবং গবেষণার প্রতি বিশেষ প্রবনতা রয়েছে এমন ব্যক্তি হতে হবে।

১৫.৪. মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা: মূল্যায়ন কমিটির প্রতি সদস্য একটি গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য প্রোমোশনাল/ ফেলোশিপ/ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের জন্য যথাক্রমে

১০,০০০.০০/১২০০০.০০/১৫০০০.০০ টাকা প্রাপ্য হবেন। কোনো কারণে মূল্যায়নকারীকে স্বশরীরে আসতে বলা হলে সে ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক ভ্রমনভাতা ও ডিএ পাবেন।

১৫.৫. মূল্যায়নকারী সদস্যদের দায়িত্ব: গবেষণা প্রতিবেদন গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহের মধ্যে মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কোনো কারণে মূল্যায়ন করতে অপরগতা প্রকাশ করলে তা অবশ্যই গ্রহণের তারিখের পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানাতে হবে এবং ফেরত পাঠাতে হবে। মূল্যায়নকারীকে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন ছক পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

১৬. গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ:

১৬.১. **প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিবীক্ষণ কমিটি:** গবেষণা পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

১৬.২. প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরীবিক্ষণ কমিটির দায়িত্ব: এ কমিটির সদস্যগণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও অন্যান্য স্তরের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন।

১৬.৩. প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরীবিক্ষণ কমিটির সম্মানী ও ভাতা: এ কমিটির সদস্যগণ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরীবিক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দৈনিকভাতার দ্বিগুন টাকা সম্মানী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মোতাবেক টিএ, ডিএ ও অন্যান্য ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১৭. গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন :

১৭.১. সকল প্রকৃতির গবেষণা সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন করে উপস্থাপন উদ্যোগ নিতে হবে;

১৭.২. এ ক্ষেত্রে সেমিনার /ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীদের যৌক্তিক মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে;

১৭.৩. ফলাফল উপস্থাপনের জন্য ভ্যেনু নির্বাচন এবং অন্যান্য কর্ম পরিকল্পনা গবেষক এবং এসএসআরসির সহকারী পরিচালক এর উভয়ের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী পরিচালিত হবে;

১৮. ওয়ার্কসপ এবং সেমিনার পরিচালনার নিয়ম-নীতি:

১৮.১. ক্যাটাগরিভিত্তিক ওয়ার্কসপ/ সেমিনার আয়োজন ও পরিচালনা কমিটির গঠন: সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হবে; এসএসআরসি ও পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে;

১৮.২. অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা, গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক ও ১জন সহকারী সর্বমোট ৫০ জন

১৮.৩. আয়োজন ও পরিচালনা কমিটি এবং অংশগ্রহণকারীর সম্মানী: আয়োজন কমিটির প্রতি সদস্য ১৫০০.০০ টাকা, পরিচালনা কমিটির সভাপতি-২৫০০.০০, বিশেষ অতিথি-২০০০.০০, প্রধান অতিথি-৩০০০.০০ টাকা, সমন্বয়কারী -২০০০.০০ টাকা এবং প্রতি অংশগ্রহণকারী ১৫০০.০০ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সার্কুলার অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৮.৪. যাতায়াত ভাতা: ভেন্যু যে শহরে সে শহর থেকে অংশগ্রহণকারীকে দাওয়াত প্রদান করতে হবে; একই শহরের ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাতা সর্বোচ্চ ভাতা ৫০০.০০ টাকা প্রাপ্য হবেন।

১৮.৫. আপ্যায়ন ও উপকরণ ক্রয়ের নীতি: আপ্যায়ন সকাল-১০০.০০ টাকা, বিকাল-৪০.০০ টাকা এবং মধ্যাহ্ন-৪০০.০০ টাকা; অন্যান্য উপকরণ ক্রয় পিপিআর অনুযায়ী পরিচালিত হবে;

১৮.৬. অন্যান্য: গবেষকের বিল উপস্থাপনে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক খরচের প্রকৃত হিসাব (গবেষকের সম্মানী, যাতায়ত, তথ্যসংগ্রহকারী ভ্রমন ভাতা ও অন্যান্য খরচ, টাইপিং খরচ, বাধাঁই খরচ, ফটোকপি, বই ক্রয়, গবেষণা সংশ্লিষ্ট উপকরণ ক্রয় প্রভৃতি) স্পষ্ট ও সঠিক ভাউচারে উপস্থাপন করতে হবে।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট ক্রয়কৃত উপকরণাদি এবং বই, জার্নাল প্রভৃতি গবেষণা শেষে এসএসআরসি কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১৯. গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান ও জমা প্রদানে ব্যর্থতা:

১৯.১. সকল প্রকার গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উল্লিখিত সময়ের (প্রোমোশনাল ৮ মাস, ফেলোশিপ ১ বছর ৬ মাস, প্রাতিষ্ঠানিক ১ বছর, এমফিল/এমএস ২ বছর এবং পিএইচডি ৩ বছর) মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে; এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ নীতি শিথীল যোগ্য;

১৯.২. জমাকৃত গবেষণা প্রতিবেদন ১০ দিনের মধ্যে প্যানেলভুক্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র/বিষয়ের মূল্যায়নকারীর নিকট প্রেরণ করতে হবে;

১৯.৩. যৌক্তিক কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা প্রদানে ব্যার্থ হলে এসএসআরসি মঞ্জুরী হতে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ কর্তন করতে পারবে।

১৯.৪. গবেষণা প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় গবেষকের নাম, পদবী এবং জমাদানের সাল উল্লেখ করতে হবে। সংক্ষিপ্তসার দুই কপি জমাদান করতে হবে এ ক্ষেত্রে গবেষকের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

২০. মূল্যায়ন নীতিমালা:

২০.১. মূল্যায়নকারীর যোগ্যতা: মূল্যায়নকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক অথবা অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, গবেষণার সাথে সংযুক্ত পিএইচডি ডিগ্রীধারী সরকারি কর্মকর্তা/ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে। যাদের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পেপার রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে;

২০.২. মুল্যায়নকারীর প্যানেল তৈরি: গবেষণা প্রস্তাবনা, প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ মেন্যুয়াল মূল্যায়নের জন্য ভিন্নভিন্ন প্যানেল থাকবে। এই প্যানেলভুক্ত সদস্যের নিকট গবেষণা প্রস্তাবনা, প্রতিবেদন এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মূল্যায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা প্রস্তাবনার জন্য প্যানেল, বিভিন্ন ক্যাটেগরির গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য প্যানেল এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে।

২০.৩. মূল্যায়নকারী এসএসআরসির মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন;

২০.৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (গ্রহণের তারিখ হতে ২১ দিন) জমা প্রদান করবেন;

২০.৫. কোনো কারণে মুল্যায়নে ব্যর্থ হলে বা করতে অপরগতা প্রকাশ করলে তা সরাসরি এসএসাআরসি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে;

২০.৬. গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়নের জন্য ওয়ার্কসপের বাজেট অনুয়ায়ী সম্মানী প্রদান করা হবে;

২০.৭. প্রতিটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য ৪০০০.০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হবে;

২০.৮. প্রোমোশনাল গবেষণা কার্যক্রম প্রধান তত্বাবধায়ক এবং সহযোগী তত্বাবধায়ক যথাক্রমে ১০,০০০.০০ টাকা এবং ৬০০০.০০ টাকা সম্মানী পাবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশন হতে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেওয়া যাবে। একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীন ৩টির বেশি গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা যাবে না।

২১. গবেষণা মঞ্জুরী সঞ্চালন প্রক্রিয়াঃ গবেষণা মঞ্জুরী সঞ্চালনের জন্য এসএসআরসির নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মঞ্জুরী গ্রহণ ও সমন্বয় করতে হবে। মূল্যায়নকারীর রিপোর্ট ও পরিবীক্ষণ রিপোর্ট এর ওপর ভিত্তি করে এ সঞ্চালন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

২২. গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগঃ গবেষকের গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/ প্রমানিত হলে গবেষণা মঞ্জুরী বাতিল, মঞ্জুরীকৃত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩. গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনাঃ সকল গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনার দাবী রাখে। প্রত্যেক গবেষককে গবেষণা প্রতিবেদন এসএসআরসির নির্ধারিত ফরমেটে জমা প্রদান করতে হবে। গুণগত গবেষণা সম্পাদনা মণ্ডলীর সুপারিশ অনুয়ায়ী প্রকাশনা করতে হবে। প্রকাশনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নালের রূপরেখা এবং সম্পাদনা পরিষদ গঠন এবং প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২৪. প্রকাশিত গবেষণা বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াঃ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এসএসআরসি প্রণীত আলাদা নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ে বিস্তরণের ব্যাবস্থা করতে হবে।

২৫. এসএসআরসি অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে এবং এসডিজি ও দেশের নীতি ও পরিকল্পনার সাথে এগুলোর গভীর সম্পৃক্ততা থাকলে এর ওপর ওয়ার্কসপ পরিচালনা করবে।

২৬. নীতিমালার প্রভাব মূল্যায়ন (Assessing impacts of the policy)ঃ এই নীতির উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে। তবে প্রতি বছর উদ্দেশ্য পূরণে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তার মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী গবেষণা নীতিমালা পুনরায় সংস্করণ করা হবে। এসএসআরসি নিজস্ব উদ্যোগে এ মুল্যায়ন গবেষণা পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতিমালা পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

উপসংহার (Conclussion)ঃ গবেষণার গুণগতমান এবং জাতীয় স্বার্থে গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে গবেষণার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা আবশ্যক। এই নীতিমালাটি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। নীতিমালাটির কার্যকর প্রভাব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে এবং গবেষণা লব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাতীয় নীতি গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে।

পরিশিষ্ট

সংযোজনী:১:

গবেষণা প্রস্তাবনা ছকঃ
(প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা)

১. গবেষণা শিরোনাম (**Title of the Reseach**)

২. ভূমিকা (Introduction)

৩. সমস্যার বর্ণনা (Statement of the Problem)

৪. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of the Study)

৫. অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন (Formulation of Hypothesis)/Research Questions

৬. ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework)

৭. সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literature)

৮. গবেষণার গুরুত্ব (Rationale of the Study)

৯. গবেষণার ক্ষেত্র (Scope of the Study)

১০. গবেষণা পদ্ধতি (Methods of the Study)

১১. প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected output)

১২. সম্ভাব্য অধ্যায় কাঠামো (Tentative Chapterization)

১৩. কর্ম পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী (Action Plan and Tentative Budget)

১৪.গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)/References

সংযোজনী:২:

গবেষণা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা জমাদানে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:

1. **গবেষণা প্রস্তাবনার হার্ড কপি এবং সফট কপি;**
2. **গবেষণা ক্যাটাগরি অনুযায়ী গবেষক/ প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমানের যাবতীয় প্রামান্যক;**
3. **ছবি এবং গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত;**
4. **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা/ প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট বুকলেট ও বার্ষিক প্রতিবেদন;**
5. **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা/ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক/গবেষকদের ছবি ও জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে;**
6. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সিডিউল/ ম্যানুয়েল আউটলাইন;**
7. জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি
8. জন্ম সনদের সত্যায়িত কপি
9. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় জেলা প্রশাসকের প্রত্যায়ন পত্র

সংযোজনী:৩:

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃতচুক্তিনামা

১ (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল।

২ **প্রথম পক্ষঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর সহকারী পরিচালক।

৩ **দ্বিতীয় পক্ষঃ)নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা(**

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত)পরিশিষ্ট-ক (গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী , **(শিরোনাম(** শীর্ষক **(প্রাতিষ্ঠানিক/ফেলোশীপ/প্রমোশনাল/এমফিল/পিএইচডি(** গবেষণা কার্যটি **( ) মাস** সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলীঃ**

(ক) পরিশিষ্ট 'ক' এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ **( ) টাকা** মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট **০২ কিস্তিতে** প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৩০/৪০ ভাগ অর্থ্যাৎ (.....)টাকা।

গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ গবেষণা কাজের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, যোক্তিকতা, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং প্রশ্নপত্র প্রনয়ণসহ গবেষণা কাজে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে সনদ এবং বিল প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে;

(২) শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৭০/৬০ ভাগ অর্থ্যাৎ (.....)টাকা।

গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ গবেষণাটি সফল ভাবে সম্পাদন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি এবং অন্যান্য শর্তাবলী পূরণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হইবে;

(ঘ.) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'গ' -তে এই মর্মে একটি জামানত)Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ (দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ). নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। প্রকৃত ব্যয় মঞ্জুরিকৃত মোট অর্থের কম হওয়ার ক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থ প্রথম পক্ষকে ফেরৎ প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন। তবে কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে , যথাযথ কারণ বিবেচনায় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন। সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদের ৫০ %এর অধিক সময় বৃদ্ধির জন্য গবেষণা মঞ্জুরিকৃত অর্থ হইতে শতকরা ১০ ভাগ হারে টাকা কর্তন করা হবে। সময়বৃদ্ধি গবেষণার ধরন ভেদে ০২ (দুই) থেকে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে;

(চ). গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২)দুই (কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ(প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন। তবে এম ,ফিল/পিএইচ,ডি গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থিসিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চুড়ান্তকরণের পর ১০)দশ (কপি গবেষণা প্রতিবেদন)থিসিস বাইন্ডিং (এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'খ' -তে ০৩)তিন (প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন)সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফ্ট কপিসহ (এবং ০৩)তিন(প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন;

(ঞ) এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মূদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

(ট) এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্যের জন্য প্রদত্ত অনুদানের টাকায় ক্রয়কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি , গ্রন্থাদি এবং গ্রন্থাগার সামগ্রী চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে প্রথম পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে;

(ঠ) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণা -বেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট -এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক)দ্বিতীয় পক্ষ (নামে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাণের নামে ইস্যু করা হইবে । যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক ও ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে;

(ড) গবেষণা কার্য চলাকালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষ অন্য কোন গবেষণা কার্যে বা কোন প্রকল্পের কার্যে অংশগ্রহণ করিতে অথবা এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্য অসমাপ্ত রাখিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ০১)এক (মাসের অধিক মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যাইতে পরিবেন না এবং যদি তিনি অনুরূপ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যান তাহা হইলে তিনি এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইব। যে ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ **০১)এক(মাসের** কম হয় সেই ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(ঢ) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাই মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি করিতে পারিবেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ণ) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হইবে।

(ত) অত্র পরিষদের অর্থায়নে গবেষণা সম্পাদনের জন্য চুক্তিনামা সম্পাদন করিবার পর গবেষক বিনা অনুমতিতে বা অত্র পরিষদকে অবহিত না করিয়া গবেষণা কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া বিদেশ গমণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল করা হইবে ; এবং পরবর্তীতে অত্র পরিষদ হতে আর কোনো গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির জন্য গবেষক অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন মাধ্যমিক উৎস হইতে নেওয়া হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক।

স্বাক্ষীঃ	**স্বাক্ষরঃ**
১ম পক্ষঃ	**১ম পক্ষঃ**
২য় পক্ষঃ	**২য় পক্ষঃ**

সংযোজনী:৪:

জামানতনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে জামানতনামা দাখিল করিতেছি যে, গবেষক .....কর্তৃক..... .....-শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী গবেষণা কর্মটির জন্য.....টাকা যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে—সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যব হৃত না হইলে জামানত দাতা হিসাবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অগ্রিম অর্থ বাবদ.....টাকা বা ক্ষেত্রমত অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

জামানতকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

সংযোজনী:৫:

ফরম 'ক'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

(গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম.....

২। **যে প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত** (Affiliated) **থাকিয়া গবেষণা কমিটি কার্যটি পরিচালিত হইতেছে উহার নামঃ**.....

৩। **(ক) গবেষক/প্রকল্প পরিচালক-এর নামঃ** .....

(খ) এই গবেষণায় যে সব ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছে তাহাদের ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান পেশার বিবরণঃ.....

৪। **গবেষণা কার্য শুরু ও সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখঃ** .....

৫। **(ক) মঞ্জুরীকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ** .....

(খ) **এই যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ**.....

(গ) এই যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ.....

৬। **গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্যসমূহ যাহা অনুমোদন করা হইয়াছিল সেইগুলির বিবরণঃ**

৭। **গবেষণা কার্যে যে পদ্ধতি এবং কলাকৌশলসমূহ অনুসরণ করা হইয়াছে, সেইগুলির বিবরণঃ**

৮। **গুণাগুন ও পরিমাণের ভিত্তিতে এই যাবৎ প্রাপ্ত ফলাফলঃ**

৯। **এই পর্যন্ত অর্জিত কাজের অগ্রগতি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পুরণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ দিতে হইবে)** .....

১০। **উপসংহারঃ**

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরঃ গবেষণা/প্রকল্প পরিচালকের

স্বাক্ষরঃ

তারিখঃ তারিখঃ

৮, ৯ ও ১০ নম্বর ক্রমিক নম্বর সমূহের তথ্যাদি গবেষণা প্রকল্পটির অগ্রগতি যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

সংযোজনী:৬:

ফরম 'খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

(সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামঃ

২। গবেষক/প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা এবং সনঃ

৩। বস্তু-সংক্ষেপঃ
(এক হাজার শব্দের মধ্যে অবশ্যই Soft copy জমা দিতে হবে)

৪। সূচনা ও পটভুমিঃ
(এতদ বিষয়ে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণা/সমীক্ষার উদ্ধৃতিসহ)

৫। গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি/পরীক্ষাসমূহঃ

৬। ফলাফল ও আলোচনাঃ
(সারণী, লেখ-চিত্র, চার্ট ইত্যাদির আকারে যখন যাহা প্রয়োজনীয়, এইরূপ উপাত্ত সন্নিবেশিত করিতে হইবে)

৭। উপসংহারঃ

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরঃ গবেষণা/প্রকল্প পরিচালকের
তারিখঃ স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

সংযোজনী:৭:

<u>গবেষণা প্রতিবেদন মুল্যায়ন সংক্রান্ত</u>
<u>গাইড-লাইন</u>

১। গবেষণা শিরোনামঃ

২। গবেষকের নাম ও ঠিকানাঃ

৩। গবেষণা ধরনঃ

(ক) প্রমোশনাল ☐
(খ) ফেলোশীপ ☐
(গ) প্রাতিষ্ঠানিক ☐

৪। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী (Objectives) পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐
(খ) না ☐
(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

৫। গবেষণার পরিধি (Scope) পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐
(খ) না ☐
(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

৬। গবেষণার পদ্ধতি যথাযথভবে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে কিনা এবং উল্লিখিত পদ্ধতি গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐
(খ) না ☐
(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

৭। লিটারেচার পর্যালোচনা যথাযথভাবে হয়েছে কিনা (যদি এ পর্যালোচনা প্রয়োজন থাকে) ।

(ক) হ্যাঁ ☐
(খ) না ☐
(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

৮। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যাবলী (Data) পরিশুদ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

৯। তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছে কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১০। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী অনুযায়ী যুক্তি রচিত এবং তথ্য চয়িত হয়েছে কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১১। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী এবং যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রতিশ্রুতি গবেষক দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী তিনি কাজ সম্পন্ন করেছেন কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১২। প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধকৃত উপাত্ত, তথ্য, বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় পারস্পরিক সঙ্গতি (internal consistency) বজায় আছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১৩। ফুটনোট ও রেফারেন্সিং যথাযথভাবে হয়েছে কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১৪। গবেষণার উপসংহার প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত যুক্তি এবং তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১৫। প্রয়োজনীয় গ্রন্থপুঞ্জী যথারীতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১৬। প্রতিবেদনে ভাষাগত সৌকর্য রয়েছে কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১৭। প্রতিবেদনে বড় রকমের সম্পাদনার (editing) প্রয়োজন রয়েছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

১৮। গবেষণাটি কোন মৌলিকতা/স্বকীয়তা কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে এটি কোনরকম অবদান রাখতে সক্ষম হবে কিনা সে বিষয়ে সংক্ষেপে আপনার মন্তব্য দিন।

১৯। গবেষণা এবং গবেষণা প্রতিবেদনের গুরুত্ব ও গুণগত মান সম্পর্কে আপনার চূড়ান্ত মন্তব্য দিন ।

২০। প্রতিবেদনটি ছাপার আকারে প্রকাশের উপযুক্ত কিনা ।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে):

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষরঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ

সংযোজনী-৮

GUIDELINES FOR FORMULATION OF A RESEARCH PROPOSAL

Researchers are requested to furnish a detailed research proposal covering the statement of the problem; the hypotheses to be tested, the definition of key concepts; the research design including the universe of the study, the sampling frame, type of sampling procedure, tools to be used for data collection, time schedule, staffing pattern and estimate of costs. A research proposal is a sort of a blueprint. A well-conceived research proposal helps in its efficient implementation. Every effort made to formulate a proper research proposal will, therefore, pay rich dividends.

Social Science Research is characterized by a diversity of theoretical perspective orientation, methodological strategy, data collection practice, and data analysis technique. It is therefore, not possible to indicate in a short space all the possible ways in which a research proposal can be framed. However, there are certain characteristics that are common to all research proposal. These characteristics are:

(a) Formulation of a problem for research;
(b) Delimiting the boundary of the proposed research and elaboration of its substantive components;
(c) Sources and method of data collection and
(d) Data analysis.

Given, these similar characteristics, individual research proposals will vary greatly in the selection of a problem and the delineation of subsequent steps necessary to complete the research. The selection of a problem depends on the inclination, training and experience of the research scholar. Whatever the problem one must take care to see that it is researchable. The two primary concerns of a research study are to know and/or to explain particular aspects of social reality. Whether one is motivated by the former or the latter will have an important bearing on how the research proposal is developed and designed. The former objective requires a kind of mapping out operation of, usually a segment of social reality in respect of certain characteristics supposed to be important. On the other hand, the purpose is to explain the occurrence of a particular social phenomenon, the emphasis is on why does that particular phenomenon occur and what factors explain its occurrence either in casual or associational terms. It is obvious then that these two types of researches require entirely different strategies.

Whatever the purpose of research it is apparent that the selection of essential characteristics for either mapping out a particular aspect of social reality or for explaining

its occurrence requires the placing of the problem and its dimensions in some context. This context must be provided by the accumulated social science knowledge, on the one hand, and the theoretical position one takes in regard to the problem and proceed on to locate it in some theoretical perspective and link it up with whatever social science findings exist in the area of enquiry. An overview of literature in the area of enquiry, therefore, becomes a crucial

component of a research design. The purpose of this overview of literature is not to list the number of published works, either all or a few known, but to call out important findings that relate to the substantive concern of the proposed research. This calling out of important findings is necessary for demonstrating the salience the problem itself, on the one hand, and illuminating the theoretical perspective one brings to bear on the problem of research, on the other, thereby helping in the cumulation of social science knowledge.

That there is an intimate relationship between the delineation of theoretical perspective and the overview of literature needs no demonstration. Theoretical perspective informs the overview of literature in terms of selection of scholarly works and of findings. In order to illustrate their relevance or insufficiency, for the enquiry into the problem at and whether the delineation of theoretical perspective precedes or follows the overview of literature is a matter of individual preference. However, what must be emphasized here is the necessity of linking up in some meaningful way of the overview of literature and the delineation of theoretical perspective. This is most important since it provides the backdrop for choosing the dimensions that must be explored for a particular enquiry.

Whether it is a descriptive or an explanatory research design, the problem taken up for investigation is invariably rooted in a complex and multifaceted social reality. It is, therefore, necessary to indicate aspects of social reality most relevant for that particular problem. The determination of the appropriate aspects takes its character from the theoretical perspective one adopts. This also describes the boundary of research and provides a basis for ascertaining the nature of data required for the conduct of enquiry.

Usually, the determination of the dimensions of a research enterprise is expressed in the language of concepts relating to particular domains of social reality. Since it is a concept or a domain that conjoins theoretical knowledge with empirical reality it is very important to clearly and precisely define the various concepts or domains proposed to be used in a research project. Also, since a concept or a domain represents an abstract on the empirical referents that constitutes the abstraction must be specified. In other words, the concepts and domains have to be operationalised so that the passage between concepts and their empirical referents is made easy and scientifically valid.

While a descriptive research design need not go beyond the delineation of dimension and their operationalization, explanatory research design must provide additional information on how the explanatory exercise is to be carried out. It should, first, indicate clearly the factors with the help of which one proposes to explain a particular phenomenon and second, enumerate hypothesized relationships among variables. In other words, the proposal must furnish an explanatory model containing variables limited with one another by some kind of interaction supposed to be taking place among them.

Thus, the determination of independent and dependent variables and formulation of appropriate hypotheses are the essential characteristics of an explanatory research design. The next step in a research design consists of the specification of the type of data to be collected, the manner in which they are to be collected and the unit to which they pertain. The data to be collected may, depending upon the nature of the problem under investigation be found almost "readymade" in various types of secondary sources or it my have to be generated. In the

former case the sources of required data must be indicated. In the case of the latter, construction of some kind of instruments such as questionnaire, schedule, etc. for data gathering becomes necessary. In certain cases data have to be collected through interview, observation or the use of informants. In any case, the manner in which data are to be collected must be specified. Also, the unit-individual, aggregate of some other identity about which data are to be collected-should also be indicated. In many cases it may not be possible to cover all the cases of a particular phenomenon even though it may seem desirable. The constraints of time and resources impose the necessity of selecting a few cases that may be deemed to be representing the entire class. Sampling then becomes an essential part of certain kinds of research designs. When sampling is an integral part of a research design, the sampling frame, sampling procedure and size must be clearly elaborated and an adequate justification should be provided for the choice. In certain other cases, especially in respect of case studies or exploratory studies, when the focus of study is just one unit, detailed justification for a particular unit must find a place in the proposal.

When requisite data have finally been gathered, the data must be recorded in such a fashion that data processing according to some analysis plan becomes easy. It should be pointed out that data collected for a particular purpose do not exhaust their possibilities when that purpose is served. The data can fruitfully be used by other scholars for secondary analysis. As such the recording of data must provide for the possibility of reuse by others. This is especially true of quantifiable or quantified data which when recorded in a machine-readable form can be easily used for re-analysis. It is therefore, necessary to put these data in machine-readable form. Especially in the case of an explanatory research design, the analysis plan indicating coding design, the procedure of construction of indices and scales, the use of various statistical techniques for testing the direction and strength of hypothesized relationships, etc. must be included in the research design.

The above discussion suggests that a proper research design should be formed on the basis of the following guidelines, which are only illustrative:

1. The Title of the Project

2. Statement of the Problem

In the opening paragraphs of the research proposal, the problem to be investigated should be stated clearly and briefly. The key questions and the location of the problem in the theoretical context of the concerned discipline should be specified. The significance of the problem, the contribution which the proposed study is expected to make to theory and methodology as well as its practical importance and national relevance should be specifically indicated.

3. Overview of Literature

Summarizing the current status of research in the area including major findings, the project proposal should clearly demonstrate the relevance or insufficiency of the findings or approach for the investigation of the problem at hand.

4. The Conceptual Framework

Given the problem and the theoretical perspective for investigation of the problem, the proposal should clearly indicate the concepts to be used and demonstrate their relevance for the study. It should further specify the dimensions of empirical reality that need to be explored for investigating the problem.

5. Research Questions or Hypotheses

Given the conceptual framework and the specification of dimensions, the specific questions to be answered through the proposed research should be sharply formulated. In the case of an explanatory research design, specification of variables and posting of relationships among them through specific hypotheses must form a part of the research proposal.

6. Coverage

If in the light of the questions raised or the hypotheses proposed to be tested, sampling becomes necessary, full information on the following points should be given.

i. Universe of study
ii. Sampling frame
iii. Sampling procedure
iv. Units of observation and sampling size

If the study requires any control groups, these should be specifically mentioned. An explanation of the determination of size and type of sample will also be necessary. Proposals not requiring a sample selection should specify their strategy appropriately and describe its rationale.

7. Data Collection

The different types of data at are proposed to be gathered should be specifically mentioned. The sources for such type of data and the tools and techniques that will be used for collecting different types of data should be specified.

For questionnaire or schedule to be used, the following should be indicated:

i. Distribution of questionnaires or schedule in different sections e.g., identification data, socio-economic data, and questions on various sub-themes.
ii. Approximate number of questions to be asked from each respondent
iii. Any scaling techniques to be included in the instrument
iv. Any projective tests incorporated in the questionnaire/schedule
v. Approximate time needed for interview
vi. Any plans for index-construction
vii. Coding plan (whether the questions and responses will be pre-coded or not: whether the coding is done for computer or for hand tabulation)

For interviews, the following details should be given:

i. How are they to be conducted? (free association non-directive, focussed, direct or on telephone)
ii. Particular characteristics that interviews must have

For the use of observation techniques, describe:

i. The type of observation: participant, quasi-participant, non-participant
i. Units of observation
iii. Whether this will be the only technique or whether other techniques will also be attempted.

8. Data Processing

The manner in which the different types of data will be processed, the tabulation plan and the types of data that will be processed through the computer, should be explained in detail.

9. Time Budgeting

The project should be broken up in suitable stages and the time required for the completion of each stage of work should be specified.

10. Organizational Framework

An organizational chart indicating the position, tasks, and number of persons, their level of qualifications to fill the different positions should be given.

11. Cost Estimation

The cost of the project is to be estimated in terms of total man-months and the facilities needed.

সংযোজনী-৯

৪.২.৫ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ কমিটির কাঠামো

ক্রম	কমিটি	পদ
১.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৪.	বিশেষজ্ঞ ৮ জন (৪.২.৪ অনুযায়ী)	সদস্য
৫.	পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা ৪ জন (৪.২.৪ অনুযায়ী)	সদস্য
৬.	সহকারী পরিচালক ও উপসচিব, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ।	সদস্য

সংযোজনী-১০

গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণ মূল্যায়ন ছক

ক্রমিক নং	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর										মোট
		১০		১০		২০				১০		
		৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	
০১.	গবেষণার বিষয় নির্বাচন					X	X	X	X	X	X	
০২.	বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা	X	X			X	X	X	X	X	X	
০৩.	গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো	X	X	X	X					X	X	
০৪.	নীতি প্রণয়ন	X	X	X	X	X	X	X	X			
০৫.	মোট নম্বর											

মূল্যায়ন ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ওয়েটেজ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করুন।

০১. **গবেষণার বিষয় নির্বাচন:** (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)

১.১ গবেষণা শিরোনাম স্পষ্টতা,

১.২ বিজ্ঞাপনে উপস্থাপিত ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কবদ্ধতার স্পষ্টতা

০২. **বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা:** (অপ্রাসঙ্গিক-০, আংশিক প্রাসঙ্গিক-২, প্রাসঙ্গিক-৫)

২.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্ক,

২.২ বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক এবং চাহিদাভিত্তিক।

০৩. **গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো:** (যথাযথ নয়-০, আংশিক যথাযথ-২, যথাযথ-৫)

৩.১ বিষয়বস্তুতে গবেষণা উদ্দেশ্যের প্রতিফলন,

৩.২ উদ্দেশ্যের সাথে গবেষণা পদ্ধতির সম্পর্কবদ্ধতা,

৩.৩ গবেষণা স্তরের সাথে শৃঙ্খলিত সম্পর্ক,

৩.৪ গবেষণা পরিধির সাথে বাজেটের সম্পর্ক ।

০৪. **নীতি প্রণয়ন:** (যথাযথ নয়-০, আংশিক সম্পৃক্ত-২, সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত-৫)

৪.১ গবেষণা প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে প্রণয়নযোগ্য নীতির সম্পৃক্ততা।

৪.২ প্রণয়নযোগ্য নীতির পরিধির ব্যাপ্তি।